দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 SEP 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

94

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে সীট সমস্যা বনাম ছাত্র রাজনীতি

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের বিবিধ সমস্যার মধ্যে মুখ্য সমস্যা হচ্ছে সীট সমস্যা। বিশেষ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

স্বাধীনতার পূর্বে সীট সমস্যা এত তীব্র ছিল না। স্বাধীনতার পর পর এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। কড়াকড়ি বলে যে একটি শব্দ আছে তা স্বাধীনতার পর অনেকটা বাধ্য হয়েই কর্তৃপক্ষ পরিত্যাগ করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে হলগুলো আজ এই নৈরাজ্য এবং দুষ্টকর্মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজনৈতিক কারণেই বিভিন্ন হলে অধিকাংশ বহিরাগত অবস্থান করতো এবং তারা হলের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। যার প্রচলন এখনও প্রায় সব হলেই রয়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতেও কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে বাস্তবসম্মত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। যেমন লোক প্রশাসন, গভর্নমেন্ট এবং পলিটিক্স, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল আর্টস ইত্যাদি। এই নতুন বিভাগগুলো খোলাতে স্বাভাবিকভাবে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে হলের সীট সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। তাই স্বাভাবিকভাবে সীট সমস্যা আরও প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে।

সীট সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আর একটি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি। হিসাব করে দেখা গেছে, কোন কোন ডিপার্টমেন্টে স্বাধীনতার পূর্বের আসন সংখ্যার চেয়ে স্বাধীনতার পরে দ্বিগুণ পরিমাণে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা সাধারণ ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথকে সুগম করলেও অনেক নতুন সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

এবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্বের তুলনায় আরও পাঁচ শ' সীট বৃদ্ধি করেন। ফলে নতুন করে কর্তগুলো সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাহলো সাবসিডিয়ারী ক্লাসগুলোতে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে ক্লাস করছে। অনেক অনুপযুক্ত ছেলে ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে পরিচয় দিচ্ছে। যাদের জ্ঞানসীমা মেট্রিক পাস ছেলের সমান নয়। সর্বোপরি, হলগুলোতে সীট সমস্যা তো রয়েছেই।

এক সময় দেখা যায়, সীট সমস্যার সমাধান আর সম্ভব হচ্ছে না। তখন ছাত্ররা সীটের প্রয়োজনে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে এই মর্মে আশ্বাস পায় যে, তারা যদি তাদের পার্টি করে তবে তাকে সীট দেয়া হবে। এই প্রলোভনে বিভিন্ন ছেলে-মেয়ে রাজনীতি করতে শুরু করে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সীট বরাদ্দ করা হয়েছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সীট বরাদ্দ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় হাউজ টিউটরদেরকে নিয়ে। কিন্তু বস্তুত দেখা যায়, যখন সীট 'এলটমেন্ট' কমিটির বৈঠক বসে তখন সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব প্রয়োগ করেন। মূলতঃ তাদের মনোনীতদেরই অধিকাংশ সীট বরাদ্দ করা হয়। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতা চায় যাতে তার দলের ছেলেরা সীট পায়। এমনকি কিছু সংখ্যক হাউজ টিউটর আছেন যারা পরোক্ষে রাজনীতির সাথে জড়িত এবং পূর্বে প্রত্যক্ষ কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

সীট বরাদ্দের পর যে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তা হলো 'সীট দখল' সমস্যা। এখানেও রাজনীতির প্রভাব। হলে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের হর্তাকর্তা তারা অন্যের সীট দখল করে বসে থাকে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষও নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেন। এখন কথা হলো, শেষ পর্যন্ত কি সীটের সাথে রাজনীতি এভাবেই জড়িয়ে থাকবে?

—এস, এম, নওরোজ হীরা